বনফুলের

মন্ত্রমুগ্ধ

নিউ থিয়েটার্স
লিমিটেড

14-1-49

নিউ থিয়েটার্সের নিবেদন

মন্ত্রমুগ্ধ

কাহিনী ও সংলাপ : বনফুল ॥ পরিচালক : শ্রীবিমল রায়।

সহযোগী পরিচালক : শ্রীসুধীশ ঘটক। অতিরিক্ত সংলাপ—শ্রীবিমল রায়। চিত্রনাট্য—শ্রীবিমল রায়, শ্রীসুধীশ ঘটক। সুরশিল্পী—শ্রীরাইচাঁদ বড়াল। চিত্রশিল্পী—শ্রীকমল বসু। শব্দযন্ত্রী—শ্রীলোকেন বসু। শিল্পনির্দ্দেশক—শ্রীসুধেন্দু রায়। দৃশ্যপট-পরিচালক—শ্রীপুলিন ঘোষ। রসায়নাগারিক—শ্রীপঞ্চানন নন্দন। চিত্র সম্পাদক—শ্রীসুবোধ রায়। গীতকার—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায় ('বনফুল')। নৃত্যশিক্ষা—শ্রীমতী সেবা মিত্র। ব্যবস্থাপক—শ্রীজল্প বড়াল। কর্ম্মসচিব—শ্রীজগদীশ চক্রবর্ত্তী।

বি, এফ, এ শব্দযন্ত্রে গৃহীত ॥

সহকারীবৃন্দ :

পরিচালনায়—শ্রীবীরেশ্বর মুখোপাধ্যায়, শ্রীঅসিত সেন, শ্রীঅরবিন্দ মুখোপাধ্যায়। চিত্রনাট্যে : ধ্রুব চট্টোপাধ্যায়, মনোজ ভট্টাচার্য্য। সুরশিল্পে—শ্রীজয়দেব শীল, শ্রীহরিপদ চট্টোপাধ্যায়। চিত্রশিল্পে—শ্রীমন্টু বসু, শ্রীদুর্গা রাহা, শ্রীসুনীল সেন। শব্দযন্ত্রে—সুশীল সরকার, শ্রীউৎপল চক্রবর্ত্তী। রসায়নাগারে—শ্রীবলাই ভদ্র, শ্রীঅবনী মজুমদার, শ্রীতারাপদ চৌধুরী। সম্পাদনায় শ্রীহৃষীকেশ মুখোপাধ্যায়। শিল্পনির্দ্দেশনায়—শ্রীরবীন চট্টোপাধ্যায়। নৃত্যসজ্জা—শ্রীসুনীতি মিত্র। সাজসজ্জা—শ্রীসামসের আলি, শ্রীমদন পাঠক, শ্রীনারাণ মজুমদার। দৃশ্যসজ্জায়—শ্রীপ্রহ্লাদ পাল, শ্রীনরেন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, শ্রীফণী মিত্রকর। দৃশ্য সংগঠনে—শ্রীমোহিনী মুখোপাধ্যায়। ব্যবস্থাপনায়—শ্রীধীরেন দাস, শ্রীগৌর দাস। দৃশ্যাঙ্কনে—শ্রীরামচন্দ্র সাণ্ডে। স্থির চিত্রে—শ্রীদীনেশ দাস। তত্ত্বাবধানে—শ্রীমনোজ মিত্র।

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের দুইটি গান :

১। "আমি পথভোলা এক পথিক এসেছি"। ২। "আমার এই রিক্ত ডালি দিব তোমারি, পায়ে"

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

১। শ্রীঅবনী সেনগুপ্ত
২। দি মেলোডী
৩। এস্, সি, আঢ্য এণ্ড কোং
৪। মাড়োয়ারী রোয়িং ক্লাব

— রূপায়ণে : —

শ্রীমতী মীরা সরকার, শ্রীমতী রেবা দেবী, শ্রীমতী মনোরমা(বড়), শ্রীমতী রমা নেহেরু, শ্রীমতী মনোরমা (ছোট), শ্রীমতী লীলাবতী, শ্রীমতী শেফালী সরকার, শ্রীমতী ছবি রায়, শ্রীমতী পারুল কর, শ্রীমতী প্রীতিধারা, শ্রীমতী রতি,

শ্রীসুনীল দাসগুপ্ত, শ্রীজীবেন বসু, শ্রীশক্তি ভাদুড়ী, শ্রীকালীপদ সরকার (এঃ) শ্রীতুলসী চক্রবর্ত্তী, শ্রীইন্দু মুখোপাধ্যায়, শ্রীজহর রায়, শ্রীখগেশ চক্রবর্ত্তী, শ্রীসত্যেন ভট্টাচার্য্য, শ্রীকেষ্ট দাস, শ্রীমহীতোষ চট্টোঃ (এঃ), শ্রীরামকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, শ্রীহারু রায়, শ্রীবিমল ঘোষ (এঃ), শ্রীনীহার কুণ্ডু, শ্রীকালু দোবে, শ্রীদুলাল গুহ, শ্রীবলাই সরকার, শ্রীভানু বন্দ্যোপাধ্যায় (এঃ) ও অন্যান্য।

পরিবেশক : অরোরা ফিল্ম কর্পোরেশন লিঃ, কলিকাতা।

মূল্য দুই আনা

"মন্ত্রমুগ্ধ"

মন্ত্রমুগ্ধ কে হয়েছিল তা বলা শক্ত। চুমকি না মোহনলাল, শুভঙ্করী না হারাধন? সন্ন্যাসার তৈরী মন্ত্রে ঝানুও হয়তো মুগ্ধ হ'য়ে পড়েছিল এমনও মনে হতে পারে মাঝে মাঝে।

লেকের ধারে গদগদ মোহনলাল আপাত-উদাসীন চুমকির আইনসঙ্গত প্রণয়লীলায় যে বেরসিক গুণ্ডা আচমকা এসে রসভঙ্গ করলে—তার আরম্ভ ক'বে হয়েছিল, এ গল্পের বিষয়বস্তু নয় যদিও তা কিন্তু তার পরিণতি নিদারুণ রকম জটিল হয়েও শেষপর্য্যন্ত যেখানে এসে দাঁড়াল, তা সকলের পক্ষে আনন্দজনক নিশ্চয়।

মনুষ্যেতর একটি জীব শুভঙ্করী হারাধনের কেতাদুরস্ত দাম্পত্য রঙ্গমঞ্চে যে ভূমিকায় নিজের অজ্ঞাতসারে অভিনয় করে গেল তা শুধু দর্শকদের (যাদের মধ্যে আমরা ভৈরব, নয়নতারাকেও দেখতে পাবো) মনেই আলোড়ন জাগালো না, বিক্ষুব্ধ করে, মধুরতর করে তুললো প্রৌঢ় দাম্পত্যের সেই নিগূঢ় রসধারাকে যা আবাহমান কাল থেকে সঞ্জীবিত করে রেখেছে গার্হস্থ্য-জীবনের প্রাণবস্তু।

আমাদের রক্তে যেমন এসে মিশেছে আর্য্য অনার্য্য এবং আরও বহুবিধ সংস্কারের বিচিত্রধারা—তেম্‌নি এই কাহিনীটিতে (যা বস্তুতঃ আমাদের দৈনন্দিন জীবন কাহিনী) ছোঁয়াচ লেগেছে গুণ্ডার, ডাক্তারের, পুলিশের, এমনকি পৌরাণিক চিত্রাঙ্গদারও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের মাধ্যমে।

ঝানু মল্লিকের কৌশল, ভৈরবের অভিজ্ঞতা এবং বিরাজবাবুর দক্ষতা বিভিন্ন-ধর্ম্মী বলেই বৈচিত্র দান করেছে এই কাহিনীটিতে।

শুভঙ্করী কেঁদেছে, হেসেছে। চুমকির বুকে জেগেছে আশা আকাঙ্খার শিহরণ। নয়নতারা পালন করেছে প্রতিবেশীনীর কর্ত্তব্য। বিধাতার অভিপ্রায় সূচিত হয়েছে প্রজাপতির অনিবার্য্য অভ্যাগমে। রণে ভঙ্গ দিয়ে পালাতে হয়েছে সুদক্ষ ঝানু মল্লিককেও।

(১)

চুমকির গান

আকাশ পানে চেয়ে চেয়ে একলা বসে আছি
শুধু নিজের কাছাকাছি।
মন চলেছে ভেসে ভেসে
সূর্য্য তারার দেশে দেশে
ইন্দ্রধনুর স্বপ্ন নামে চোখে—
একলা বসে আছি
শুধু নিজের কাছাকাছি।
চলছে ভেসে চাঁদের তরী
নীল সাগরের জলে
লাগিয়ে হাওয়া মেঘের পালে
কোন ঘাটে সে চলে
যাত্রী তাতে আমিই একা
কুল কিনারা যায়না দেখা
নীল নগরীর স্বপ্ন নামে চোখে—
একলা বসে আছি
শুধু নিজের কাছাকাছি।

—"বনফুল"

(২)

হোষ্টেলের মেয়েদের গান

'আমি পথ ভোলা এক পথিক এসেছি
সন্ধ্যা বেলার চামেলি গো, সকাল বেলার মল্লিকা
আমায় চেন কি।'
'চিনি তোমায় চিনি নবীন পান্থ
বনে বনে ওড়ে তোমার রঙিন বসন প্রান্ত
ফাগুণ প্রাতের উতলা গো, চৈত্র রাতের উদাসী
তোমার পথে আমরা ভেসেছি।'
'ঘরছাড়া এই পাগলটাকে এমন ক'রে
কে গো ডাকে
করুণ গুঞ্জরি
যখন বাজিয়ে বীণা বনের পথে বেড়াই সঞ্চরি।'

'আমি তোমায় ডাক দিয়েছি, ওগো উদাসী,
আমি আমের মঞ্জরী'
'তোমায় চোখে দেখার আগে তোমার স্বপন চোখে লাগে,
বেদন জাগে গো—
না চিনিতেই ভালো বেসেছি।'
'যখন ফুরিয়ে বেলা চুকিয়ে খেলা তপ্ত ধূলার পথে
যাব ঝরা ফুলের রথে—
তখন সঙ্গ কে লবি।'
'লব আমি মাধবী।'
'যখন বিদায়-বাঁশীর সুরে সুরে শুকনো পাতা যাবে উড়ে,
সঙ্গে কে রবি।'
'আমি রব, উদাস হব ওগো উদাসী,
আমি তরুণ করবী।'
'বসন্তের এই ললিত রাগে বিদায়-ব্যথা লুকিয়ে জাগে—
ফাগুণ দিনে গো
কাঁদন-ভরা হাসি হেসেছি।'

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

(৩)

নাচের গান

তোমায় রাঙাব হাসির রঙে
তোমায় পূজিব চোখের জলে।
(ওগো) কথা কও তুমি, ফুটে ওঠ তুমি
রূপে রূপে শত দলে।

ওগো অরূপ রূপের মায়া
তুমি ধরনা মোহন কায়া
দূর নীলাম্বরের ছায়া
এসে নাম না নয়ন তলে।
ওগো, তোমারি উজল হাসি
দূরে তারায় রয়েছে জেগে
জ্বলিছে তোমারি আলো
ওই সন্ধ্যার মেঘে মেঘে।

তুমি ধরার ধূলিতে নামি
দূর দিগন্তে আছ থামি
সরে যাও কাছে এলে
ওগো, একি ছলা পলে পলে।

—"বনফুল"

(●)

নাচের গান

আমার এই রিক্ত ডালি দিব তোমারি পায়ে
দিব কাঙালিনীর আঁচল তোমার
পথে পথে বিছায়ে ॥

যে পুষ্পে গাঁথ পুষ্পধনু তারি ফুলে ফুলে, হে অতনু,
আমার পূজা নিবেদনের দৈন্য দিয়ো ঘুচায়ে ॥
তোমার রণজয়ের অভিযানে আমায় নিয়ো,
ফুলবানের টিকা আমার ভালে এঁকে দিয়ো।
আমার শূণ্যতা দাও যদি সুধায় ভরি দিব তোমার জয়ধ্বনি ঘোষণ করি ;
ফাল্গুনের আহ্বান জাগাও আমার কায়ে দক্ষিণ বায়ে ॥

—কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ

Be Wise—CONSULT

GEORGE ENGINEERING WORKS

MECHANICAL CINEMATOGRAPH ENGINEERS

for : SPARE PARTS, ACCESSORIES & REPAIRS

Under the Direct Supervision of an Experienced Cinematograph Engineer

●

Works : 2/12, Ultadanga Main Road, Calcutta-4
Office : 3/1, Balaram Ghosh Street, Calcutta-4

লক্ষ্মী ঘি

গত অর্দ্ধ শতাব্দীর উপর "লক্ষ্মী ঘি" জাতির শক্তি ও স্বাস্থ্য রক্ষা কল্পে যে ঐকান্তিক সেবা করিয়া আসিয়াছে তাহারই নিদর্শন স্বরূপ দেশবরেণ্য সুধীজনের অকুণ্ঠ প্রশংসায় সমুজ্জ্বল হইয়া আজ "লক্ষ্মী ঘি" স্বাধীন ভারতে দেশবাসীর সেবায় নবোদ্যমে আত্ম নিয়োগ করিয়াছে।

লক্ষ্মী ঘি

লক্ষ্মীদাস প্রেমজী

৮, বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

ফোন : ক্যাল—১৬০৬

সম্পাদক—শ্রীহেমন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় (নিউথিয়েটার্স)

শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক ৮৩নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও শ্রীকৃষ্ণ প্রিন্টিং ওয়ার্কস, ২৭ বি, গ্রে ষ্ট্রীট হইতে শ্রীদেবেন্দ্রনাথ শীল কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বাজারের সেরা
কাপড়কাচা সাবান

৫১
বার সোপ

ASCO
SYMBOL OF QUALITY

একবার ব্যবহার করে দেখলেই
বুঝতে পারবে, এসিয়াটিক সোপ
কোম্পানীর এই সাবান
সত্যি বাজারের
সেরা সাবান ।